To be *in* the world and yet not *of* it—to cultivate a fine sense of philosophic detachment—is indeed the most difficult of human achievements and yet the ideal teacher can never attain the maximum usefulness till he evolves and diffuses such a spirit, the apex and summation indeed of culture as understood specially in India.

—*G. C. Bose.*

অধ্যক্ষ গিরিশ চন্দ্র বসুর মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে

সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের

—অভিভাষণ—

বন্ধুগণ, জীর্ণ ও বার্ধক্য-পীড়িত ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও আজ আপনাদের সমক্ষে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু স্বর্গগত অধ্যক্ষ গিরিশ চন্দ্র বসুর স্মৃতিপূজা উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। কেননা তাঁহার সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এত নিকট ও গভীর ছিল যে 'গিরিশচন্দ্র বসু স্মৃতি সমিতি'র আহ্বান আমার পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নাই।

গিরিশ চন্দ্রের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ১৮৮৩ সাল হইতে। ঐ বৎসর মে, জুন, জুলাই মাসে আমি এডিনবরা হইতে আসিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হই। তখন সিসেক্টার কলেজে অধ্যয়নরত স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র বসু, ভূপালচন্দ্র বসু এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ হইত। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল।

গিরিশ চন্দ্রকে দেশবাসী, বৈজ্ঞানিক হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে, ছাত্রবন্ধু হিসাবে, শিক্ষাবিদ্ হিসাবে ও জনসেবক হিসাবে হৃদয় কন্দরে চিরদিনের জন্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। বঙ্গবাসী কলেজ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি; তাঁহার স্বার্থত্যাগ, অকুণ্ঠিত সেবা ও স্বদেশহিতৈষণার জ্বলন্ত নিদর্শন। বাঙলার ইতিহাসে, আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে গিরিশ চন্দ্র বসু তাঁহার দান ও দৃষ্টান্তের দ্বারা অমর।

কিন্তু মানুষ গিরিশ চন্দ্রকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তিনি তাঁহার কর্মের চেয়েও সত্যই মহত্তর ছিলেন। বাহিরের লোকের আমরা কতটুকুই বা জানি।

গিরিশ চন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে শিক্ষা বিভাগের তদানান্তন বড়কর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফট্ তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণে আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি কোম্পানীর নোকরী এক কথায় প্রত্যাখ্যান করিয়া বঙ্গবাসী কলেজ সংস্থাপন করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন।

গিরিশ চন্দ্রের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল। কত দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে, কত পরিবার তাঁহার দানলাভ করিয়াছে, কত মেধাবী ছাত্র তাঁহার অনুগ্রহে সমাজের নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে—তাহার হিসাব তিনি কখনও রাখেন নাই, তাহার হিসাব কড়াক্রান্তিতে হয়ও না। দেশবাসী তাঁহার মত মানুষকে যদি স্মৃতিপথে না রাখে তবে অকৃতজ্ঞ জাতি বলিয়া কলঙ্কিত হইবে।

স্বদেশী আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক আলোড়নে ছাত্রদের কতজনকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। বঙ্গবাসী কলেজ একাধিকবার রাজনৈতিক কারণে নির্য্যাতিত যুবক কর্মীর আশ্রয়স্থল ও স্নেহনীড় হইয়াছে। আজও মনে পড়ে কি সাহসিকতার সহিত তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত ছাত্ররা তাঁহার বিদ্যায়তনে ভর্তি হইলে তিনি তাহাদের সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্যভাবে যোগদান যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই; কিন্তু রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি দেশসেবাই হয়, তবে গিরিশ চন্দ্রের মত অকুতোভয় দেশসেবী কমই দেখা যায়।

আজিকার বাঙালীর নিকট, বিশেষতঃ তরুণ সমাজের নিকট, আমার আর একটী দিক বলবার আছে। তাহা এই মানুষটীর সরল, নিরলস, আড়ম্বর-হীন জীবনপ্রণালী। ঘড়ির কাঁটার সহিত মিলাইয়া জীবনের প্রত্যেকটী কার্য প্রতিদিন তিনি বিধিবদ্ধভাবে করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার দীর্ঘজীবন ও চরিত্র মাধুর্যের উৎস ছিল। বহুকাল সন্ধ্যাবেলা নির্ধারিত সময়ে তাঁহার সহিত গড়ের মাঠে বেড়াইয়াছি, তাহার কত স্মৃতি আজ মনে ভাসিয়া আসিতেছে। ইংরাজীতে যাকে বলে A man of strong personality গিরিশ চন্দ্র ছিলেন তাই। কখনও কোনো বিষয় সম্বন্ধে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জবাব দেওয়া ছিল তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তিনি যাহা বলিতেন তাহার শুধু মাত্র একই অর্থ করা যাইত—হয়ত বা হাঁ, নয়ত বা না। ভাসা ভাসা জবাব, দুকুল বজায় রাখার মত জবাব তিনি কোনোদিন দিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। আর তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ। কে বলিবে তিনি সে যুগের সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত বিলাত-ফেরৎ ছাত্র। কে বলিবে তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অন্যতম ঋত্বিক ও ভারতীয় বহু গবেষকের গুরুস্থানীয়। কে বলিবে তিনি বাঙলার অন্যতম প্রধান বিদ্যায়তনের কর্ণধার। সামান্য একটী ধুতি ও সাদা টুইলের সার্ট পরিধান করিয়া তিনি সরলতার আদর্শে দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ছিলেন। যে কালের তিনি মানুষ, যে পদমর্য্যাদা ও আর্থিক আনুকূল্য তাঁহার ছিল তাহাতে ইহা কত বিরল ছিল তাহা সমবয়সী হিসাবে আমি বলিতে পারি। আমি এমন সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ, আলস্যহীন,

সংযমী ও বিলাসবিমুখ বাঙালী লক্ষ লক্ষ চাই, গিরিশ চন্দ্রের জীবনের আদর্শ যাহারা গ্রহণ করিয়া আমার এই দরিদ্র দেশের দুঃখ বিমোচনের বিভিন্ন পন্থা বাছিয়া লইয়া নিজ নিজ কাজে জীবন বিলাইয়া দিবে। গিরিশ চন্দ্রের মত জীবনের মধ্য দিয়াই জাতি গড়িয়া ওঠে; আপন সার্থকতার সন্ধান পায়। তাঁহার সাধনা ও স্বপ্ন সিদ্ধি লাভ করুক।

এই মনস্বী সাধকের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচনের সুযোগ-লাভ করিয়া জীবন-সায়াহ্নে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

(১০ই আগষ্ট, ১৯৪১)

The teacher who sings the hymn of hate is untrue to his vocation, but even more false is the cringing, cowardly teacher who will teach wrong things, inculcate false history and give lessons in dwarfed patriotism, for the sake of paltry gains in job or lucre. —*G. C. Bose.*